সন্ত্রাস নিয়ে পথে বিজেপি, পাল্টা আক্রমণে তৃণমূল

ছবি তুলতে নাটক করে বেড়াচ্ছে বিজেপি: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার: আন্দোলনের নামে আসলে বিজেপি 'নাটক' করছে বলে সোমবার গেরুয়া শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিনই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ করে পথে নামে বিজেপি। শহরের পাশাপাশি দিল্লিতেও রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একই কায়দায় রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে কেন্দ্রের শাসকদল। রাজধানীতে মোদী বিরোধী জোটকে আরও জোরদার করে সোমবারই শহরে ফিরেছেন দেশজুড়ে অবিজেপি জোটের প্রধান মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে একদিকে যেমন কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল, একইভাবে পাল্টা রাজ্যের শাসকলদলের বিরুদ্ধেও আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে গেরুয়া শিবির। এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসলে বিজেপি এখন নাটক শুরু করেছে। ওরা নাটক করে রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করতে চাইছে। তাতে ওরা সফল হবে না। বাংলার মানুষ রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী-দাঙ্গাবাজদের এক ইঞ্চিও জায়গা দেবে না।'

ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। আর একের পর এক নির্বাচনে বাড়তি 'অক্সিজেন' পেয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তেঁড়েফুঁড়ে ময়দানে নেমেছে মোদী-অমিত শাহ বঙ্গ ব্রিগেড। তবে দিলীপ ঘোষ থেকে মুকুল রায়েরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও, আপাতত গেরুয়া শিবিরকে কোনও 'মার্কস' দিতেই রাজি নয় জোড়াফুল শিবির। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এরা ঘুম থেকে উঠেই আন্দোলন করবে বলে ঠিক করে, কিন্তু বিজেপির হাতে এখন আন্দোলনের কোনও বিষয়ই নেই। ওদের লক্ষ্য কীভাবে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়া যায়, শান্তি নষ্ট করা যায়।'

এদিনই কলকাতার পাশাপাশি একই ইস্যুতে দিল্লিতেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। রাজ্যসভার দলীয় সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও দিল্লি বিজেপি সভাপতি ও লোকসভার সাংসদ মনোজ তিওয়ারির নেতৃত্বে বঙ্গ ভবনেও বিক্ষোভ দেখায় পদ্ম শিবির। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনেও পার্থ'র কটাক্ষ, 'পশ্চিমবঙ্গে ওদের এখন আর আন্দোলন করার সাহস নেই, তাই এখন অন্য জায়াগায় ছবি তুলতে আন্দোলন শুরু করেছে। এদের দেখে হাসি পায়।'

সপ্তাহ দুয়েক আগে পুরুলিয়ার বলরাম থানার ডাবা গ্রামে দুলাল কুমার ও ত্রিলোচন মাহাতো নামে দুই বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পরই পুরুলিয়া জেলা বিজেপির তরফে ও পরে রাজ্য বিজেপিও দুই কর্মীকে খুন করার অভিযোগ তোলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অপরদিকে জেলা প্রশাসনের তরফে দুটি মৃত্যুকেই আত্মহত্যা বলে সিলমোহর দেয়। চলতি মাসেই দুদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। এই সফরে তাঁর পুরুলিয়ায় যাওয়ার কথা বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সোমবার এই প্রসঙ্গ টেনে পার্থ'র প্রশ্ন, 'শুনলাম, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পুরুলিয়া গেলেও, ওই দুই কর্মীর বাড়ি যাবেন না। সত্যি সামনে আসার ভয়তেই কি কর্মীদের বাড়ি যেতে চাইছেন না?' পাশাপাশি বিজেপিকে নিশানা করে পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, 'সাম্প্রদায়িক কাজ করে, উসকানি দিয়ে তরোয়াল ধরে রাজনীতিকে কলুষিত করা যায়, কিন্তু রাজনীতিতে সফল হওয়া যায় না। তাই ওরাও বাংলায় কোনওদিনও পায়ের তলায় জমি পাবে না। এরা কী বলে, কী চায় কিছুই বুঝতে পারা যায় না।' তৃণমূলের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করলেও, বিজেপি যে সফল হবে না, এদিন তা ফের আরও একবার স্পষ্ট করে দেন আত্মবিশ্বাসী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শহরে তফসিলি মোর্চার ডাকে মিছিল, দিল্লিতে সরব রূপা

স্টাফ রিপোর্টার : সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ফের রাস্তায় বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের মদতে তাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে সোমবার একই সঙ্গে কলকাতা সহ দিল্লিতে পথে নামে। সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

অন্যদিকে বিজেপি তফসিলি মোর্চার ডাকে মিছিল করে বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির যারা তপসিলি প্রার্থী ছিলেন তাঁদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চলেছে। অথচ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। গোটা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছে বিজেপির তফসিলি মোর্চা। তবে পঞ্চায়েত ভোট ও ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার প্রতিবাদ শুধু শহরেই ধ্বনিত হয়নি, বাংলায় সন্ত্রাসের ঘটনায় দিল্লির রাজপথেও গর্জে ওঠে বিজেপি। সেখানে রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলে। এই কর্মসূচিতে দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি মনোজ তেওয়ারি সহ সেখানকার নেতৃত্ব হাজির ছিল। বাংলায় সন্ত্রাস নিয়ে তো বটেই, বিশেষ করে পুরুলিয়ায় পঞ্চায়েত ভোটের পর দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে এদিন বেশি করে সরব হতে দেখা যায়। তাঁর মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। সেখানে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ জারি রয়েছে। পুরুলিয়ায় আমাদের দুই কর্মীকে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে।' প্রসঙ্গত, সপ্তাহ দুয়েক আগে পুরুলিয়ার বলরামপুরে তিন দিনের ব্যবধানে ত্রিলোচন মাহাত ও দুলাল কুমার নামে দুই ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। দু'জনকেই বিজেপি নিজেদের কর্মী বলে দাবি করে এবং তাদের তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি। সেই বিষয়টিকে সামনে রেখেই সম্প্রতিকালে গেরুয়া শিবিরকে বেশি সরব হতে দেখা গিয়েছে। দুই কর্মীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিও জানিয়ে আসছে বিজেপি। জুনের শেষে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। তাঁরও পুরুলিয়ায় যাওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে সন্ত্রাস ইস্যুতে জোর আন্দোলনে বিজেপি। লোকসভার ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। ২৫ জুন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবে বিজেপি। ২ জুলাই আবার দিল্লিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে তাদের। আগামী দিনে ঘাসফুলের বিরুদ্ধে পদ্ম শিবির যে আন্দোলন জোরদার করতে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার আগে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে বিজেপির বিক্ষোভকে 'ট্রেলার' বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস ভাল ফল করবে, আশা গৌরব গগৈয়ের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যে কংগ্রেস অস্তিত্ব সংকটে ভুগলেও লোকসভা ভোটে পরিস্থিতি ভাল হবে। এমনই আশা করছেন সদ্য রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসির প্রতিনিধি গৌরব গগৈ। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব পাওয়ার পর সোমবার প্রথম শহরে আসেন গৌরব গগৈ। বিধানভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমি আশা করি, গোটা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের পরিস্থিতি অনেক ভাল হবে লোকসভার ভোটে।' তাঁর দাবি, '২০১৯ সালে কংগ্রেসই কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে।'

বেশ কয়েকদিন আগে সি পি যোশীকে সরিয়ে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ পুত্রকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে আনেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। গত কয়েক বছরে রাজ্যে কংগ্রেসের অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। একদিকে রক্তক্ষরণ জারি রয়েছে, তার উপর প্রদেশ নেতৃত্বের মধ্যেও রয়েছে চরম অসন্তোষ। এই অবস্থায় লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে দলকে কীভাবে টেনে তোলা যায়, সেকথা মাথায় রেখেই অল্পবয়সি গৌরব গগৈকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে আনা হয়। তারপরেই তাঁর এই কলকাতা সফর। বাংলায় কংগ্রেসের হাল কেমন, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই রাহুল গান্ধিকে সবটা জানাবেন গৌরব। তিনি বলেন, 'এখানকার নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে হাইকম্যান্ডকে রিপোর্ট দেব।' তাঁর বক্তব্য, '২০১৯ সালে গোটা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও দল ভাল ফল করবে।'

ফের গরমের ছুটি স্কুলে

স্টাফ রিপোর্টার: ফের গরমের ছুটি স্কুলগুলিতে। ২০ থেকে ৩০ জুন গরমের ছুটির মেয়ার বাড়িয়ে দেওয়া হল। সোমবার অর্থাৎ ১৭ জুন খুলেছিল স্কুলগুলি। তবে আরও ১১দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তাপপ্রবাহে জ্বলছে শহরবাসী। নাজেহাল স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই। এই গরমের জন্য স্কুলের গরমের ছুটির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার। আপতত দাবদাহের জ্বালা থেকে স্কুলে আসার রেহাই পাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা। রবিবার শহরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির দেখা মিললেও অস্বস্তি বজায় রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের দাবি, আরও কয়েকদিন এই আবহাওয়াই বজায় থাকবে। তাই পড়ুয়াদের কথা ভেবে ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের।

ক্ষণিকের শান্তি...। সোমবার শহরের তাপমাত্রা ছুঁয়েছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে ভরসা টিউবওয়েল। *ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলি*

কসবা কাণ্ডে নয়া তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার : কসবায় খুনের ঘটনায় ফের নতুন তথ্য উঠে এল তদন্তকারী অফিসারদের হাতে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শম্ভু কয়াল জেরায় স্বীকার করেছে, খুন করার জন্য কড়া বা লোহার রড নয়, ব্যবহার করেছিল ছেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫২ বছরের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী শীলাদেবীর মাথায় বেশকিছু তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত দেখা গিয়েছিল। আর তা থেকেই শম্ভুর দেওয়া বয়ানে সন্দেহ জাগে তদন্তকারী অফিসারদের। উল্লেখ্য, এর আগেও বেশ কয়েকবার জেরায় তদন্তকারী অফিসারদের বিভ্রান্ত করেছে শম্ভু। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শম্ভু কয়াল এবং তার সহযোগী নাবালক সঙ্গী শীলাদেবীর বাড়ি থেকে টাকাপয়সার পাশাপাশি বেশকিছু গয়নাও চুরি করেছিল। শীলাদেবীর বাড়ির কাছেই মাতঙ্গিনী স্পোর্টিং ক্লাবে পালানোর সময় একটি পাইপের মধ্যে রোল করে টাকা ও গয়না ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছিল শম্ভু। পুলিশ এদিন শম্ভুর বলা জায়গা থেকে প্রায় ৫,৭০০ টাকা, কিছু সোনার চুরি, মুক্তো লাগানো দু'টি রবার ব্যান্ড উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিশ্চিন্তে আপেল খান, আশ্বাস পুরসভার

স্স্টাফ রিপোর্টার: নির্দ্বিধায় এবং নিশ্চিন্তে আপেল খান। এমনই আশ্বাস দিয়েছে পুরসভা। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে খোদ মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, 'যে সব আপেলের নমনুা সংগ্রহ করা হয়েছিল সেইগুলি নিরাপদ। মোমের আস্তরণ ছিল তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক আস্তরণ।' তিনি আরও জানান, 'গাছ থেকে পেড়ে আনা আপেলের গায়ে নিজস্ব মোমের মতো প্রাকৃতিক আস্তরণ থাকে। এতে আপেলের ওজন ঠিক থাকে এবং আপেল শুকিয়ে যায় না। প্যাকিং এর সময় আপেল ধুয়ে নেওয়া হয়, যাতে আপেলের গায়ে ধুলো ময়লা না থাকে। এই ধোয়ার সময় প্রাকৃতিক মোমের প্রায় অর্ধেক আস্তরণ ধুয়ে যায়। সেটি প্রাকৃতিক মোম দিয়ে পুরণ করা হয়। ওয়াশিংটন আপেলে যে মোম দেওয়া হয় সেগুলি 'কারনাযুবা' বা 'সেলাক' জাতীয়। এগুলি খাদ্য উপযোগী এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক দ্বারা অনুমোদিত। আমেরিকার এফডিএ অর্থাৎ ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা অনুমোদিত। মানব শরীরে এই মোম শোষিত হয় না। যুগ যুগ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে এই ধরনের মোম ব্যবহৃত হয়ে আসছে।' ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হওয়া বিশেষ কমিটি দু'বছরেরও বেশী সময় ধরে ফলের উপর প্রাকৃতিক মোমের আস্তরণ নিয়ে কাজ করছে। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে সংলিষ্ট মন্ত্রক এই ধরনের আস্তরন দেওয়া ফলকে মানুষের খাওয়ার উপযোগী বলে ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছে বলেই জানিয়েছেন অতীনবাবু। তিনি আরও বলেন,' ভিটামিন ক্যাপসুল, চকোলেটেও মোমের আস্তরণ দেওয়া হয়।' প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটে। কলকাতা পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম হালদারের কাছে প্রথমে এই খবরটি আসে। এই বিষয়ে গৌতমবাবুকে ফোন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন,'একজন ক্রেতা ঘটনাটি আমায় জানায়। আমি পুরো বিষয়টি মেয়র পারিষদকে জানাই। ফুড সেফটি অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান।'

তিনি আরও জানিয়েছিলেন,' আপেল বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তা পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়'। প্রাথমিকভাবে অভিযান চালায় পুরসভা। তবে এদিন 'আপেল নিরাপদ' বলেই জানান অতীনবাবু।

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু শাশুড়ির, আহত বউমা

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার সকালে রান্না করার সময় সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে দমদম ক্যান্টনমেন্টের ১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন সুভাষনগর এলাকায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। মৃতার নাম ছবি দে। আহত হয়েছেন তার বৌমা ববিতা দে। তাকে চিকিৎসার জন্য দমদম পুরসভা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার শরীর ৬০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। ছবি দে'র মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজিকর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে দমদম থানার পুলিশ। জানা গেছে, এদিন সকাল ৯.৩০ নাগাদ গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে প্রথমে রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। এরপর হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যায়। সেই সময় রান্না ঘরেই ছিলেন ছবি দে (শাশুড়ি) ও বৌমা ববিতা দে। দু'জনেরই সিলিন্ডার ফেটে মারাত্মক জখম হন। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমদম থানার পুলিশ, দমকল ও সিইএসসি'র কর্মীরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। স্থানীয় কাউন্সিলর ধনঞ্জয় মজুমদার বলেন, ''আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখি ছবি দে একটি ঘরে শুয়ে আছেন। তিনি মারা গেছেন। সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে। কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছে খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আহত ববিতা দে'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।''

কড়েয়ায় ৩টি বোমা উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার সকালে একটি নার্সিংহোমের অ্যাম্বুলেন্সের কাচ ভাঙার ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এম এস রোডে। একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এদিন কড়েয়া থানায় জানান যে, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বচসায় এক অজানা ব্যক্তি ঢিল ছুড়ে ভেঙে দেয় অ্যাম্বুলেন্সের কাচ। যদিও এই ঘটনার পিছনে তোলাবাজির ঘটনা জড়িত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। লালবাজার সূত্রে খবর, ওই এলাকায় তোলাবাজি করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ে এক ব্যক্তি। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তার বচসা শুরু হয় এবং তারই জেরে ঘটে এই ঘটনা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার কড়েয়া থানায় কোনও অভিযোগ জমা দেননি। সূত্রে খবর, ওই নার্সিংহোমের কাছ থেকেই এদিন সকালে উদ্ধার হয়েছে তিনটি বোমা। যদিও পুলিশ ওই অ্যাম্বুলেন্সের কাচ ভাঙার সঙ্গে বোমা উদ্ধারের ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে বলে স্বীকার করেনি।

পথদুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু, আহত তিন

স্টাফ রিপোর্টার: সোমবার সকালে সিজিআর রোডের কাছে একটি বড় আকারের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ একটি স্কুটির। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন স্কুটির চালক সন্তোষ কুমার সাউ, তার স্ত্রী ভারতী সাউ এবং তাদের দুই সন্তান অস্মিতা এবং অয়ন। দুর্ঘটনার পর তাদের এসএসকেএমে নিয়ে গেলে এক বছরের শিশু-পুত্র অয়নকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। ওই বড় আকারের গাড়িটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং গাড়ির চালককে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান ডি সি পোর্ট এবং লালবাজারের পুলিশ অফিসারদের একটি দল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্কুটি আরোহী এই পরিবারে কারোর মাথাতেই হেলমেট ছিল না।

সিবিআই তৎপরতা

স্টাফ রিপোর্টার : সারদা-নারদ কাণ্ডের তদন্তে আরও একবার তৎপরতা তুঙ্গে। তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর সারদা কাণ্ডে জোরকদমে তদন্ত চালায় সিবিআই। বেশ কয়েকজনকে জেলেও যেতে হয়। আবার নারদ কাণ্ডের তদন্তভার হাতে পেয়ে অভিযুক্তদের তলব করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। স্টিং কাণ্ডে কাউকে গ্রেফতার না করলেও এক দফায় অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ সেরে ফেলেছে সিবিআই। কিন্তু গত কয়েক মাসে অনেকটাই শ্লথ হয়ে গিয়েছে। সারদা ও নারদ কাণ্ডে তদন্তে গতি বাড়াতে প্রস্তুত হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, শহরে আসছেন সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর রাকেশ আস্থানা। সারদা, রোজভ্যালি ও নারদ কাণ্ডের তদন্তকারীদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। সূত্রের খবর, বুধবার নিজাম প্যালেসে তদন্তকারীদের তলব করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর।